29 APR 2017

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে মশার রাজত্ব

স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও লেখাপড়া ব্যাহত

■ মুহাম্মাদ শাফউল্লাহ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাত হলেই মশার ভয়। কানের কাছে ভনভন করে, দলবদ্ধভাবে কামড় বসায়। মশার তাড়নায় বেশিক্ষণ টেবিলে বসে পড়াশুনা করা দায়। মশারি ছাড়া ঘুমানো অসম্ভব। মশার এ রাজত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডরমেটরি, শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলগুলোয়। অনুষদ ভবনগুলোতেও মশার রাজত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চার আবাসিক হলে শিক্ষার্থীরা মশার রাজ্যে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা মশার উৎপাতে অসহায়। হলের টেলিভিশন কক্ষ, নামাজের কক্ষ, খাবারের কক্ষ থেকে শুরু করে প্রতিটি কক্ষে মশার উপস্থিতি এক রকম। এতে হলে বসবাসরত শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা জানান, মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ তারা। প্রশাসনের উচিত মশা নিধনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ঠিক একই রকম অবস্থা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও একমাত্র ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডরমেটরিতেও মশার রাজত্ব। শিক্ষকদের এ ডরমেটরি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের মতো উঁচুতে হলেও সেই তুলনায় কমেনি মশার উৎপাত। অনুষদ ভবনগুলোয় সন্ধ্যার পর মশার আধিপত্য বিরাজ করে। ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে অনেক ল্যাম্পপোস্টের বাতি রাতের বেলায় আলো ছড়ায় না। এ নিয়ে ২০১৫ এর ৮ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর কিছু ল্যাম্পপোস্টের নষ্ট বাতি পরিবর্তন করে নতুন বাতি লাগায় কর্তৃপক্ষ। তবে এখন দেখ-ভালের অভাবে আবারও আগের অবস্থায় উপনীত হয়েছে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো। মোট ৬৩টি ল্যাম্পপোস্টের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আলো দিচ্ছে রাতের আঁধারে। ফলে অন্ধকারের আধিক্যের কারণে মশার উৎপাতও বেশি। আর পাহাড়ি ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হচ্ছে না নিয়মিতভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মাহমুদ হাসান খান দৈনিক ইত্তেফাককে পাহাড়ি মশার কামড়ের ফলাফল সম্পর্কে জানান, পাহাড়ি এ মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফাইলেরিয়াসহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ হতে পারে। এ মশা সাধারণত নালা, ডোবা, ঝোপঝাড়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় বংশ বিস্তার করে।

মশা নিধনের জন্য হল প্রশাসন থেকে সাধারণত কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এমন প্রশ্নে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলের প্রাধ্যক্ষ ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র দেব বলেন, 'মশা নিধনের জন্য আলাদা করে হলে অভিযান পরিচালনা করা হয় না। আবাসিক শিক্ষার্থীদের এ সমস্যার কথা আমাদের জানাতে হবে। তাদের কথা আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাব। তবেই না পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার কার্যালয়ের এস্টেট শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, 'মশা নিধনের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। ক্যাম্পাসে ঝোপঝাড় পরিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, 'লোকবলের সংকটের কারণে পুরো ক্যাম্পাসের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না।'